Volume 25 : 2022-2023
Journal of Philosophy and the Life-world
Vidyasagar University Midnapore 721102 WB

কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের দর্শন ভাবনা

রাজকুমার মোদক
প্রফেসর, দর্শন বিভাগ
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ

সারসংক্ষেপ

কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য (১৮৭৫-১৯৫০) ছিলেন সমকালীন ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে অন্যতম প্রতিভাশালী ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিধর। তিনি দর্শনকে এমনভাবে উপস্থাপন করেন যে সমগ্র দার্শনিক চিন্তা ধারা এক নতুন রূপ পরিগ্রহণ করলেও, লেখার দুর্বোধ্যতার কারণে জনমানসে তা ততটা সুবিদিত হয় নি। তাঁর কাছে দর্শন মানে এই নয় যে যেখানে আক্ষরিক চিন্তনের (literal thinking) প্রকাশ ঘটবে সেইসব উদ্দেশ্য-বিধেয়াত্মক অবধারণের মাধ্যমে যে গুলিকে পূর্বেই বিশ্বাস করা হয়েছে; বরং বলা যায়, দর্শন হল এমন তাত্ত্বিক চেতনা (theoretical consciousness) যেখানে স্বতঃ প্রামাণিকের স্বতঃ প্রামাণিক বিবরণ দেওয়া হয়ে থাকে (self-evident elaboration of self-evident) কতকগুলি প্রতীকী অবধারণের মাধ্যমে যেগুলি কিনা ব্যক্তিমন নির্ভর বিশ্বাস তো নয়ই কিন্তু কথনযোগ্য (speak-able)। দর্শন হল—(ক) **অভিজ্ঞতাভিত্তিক চিন্তন** যা কিনা প্রত্যক্ষ গোচর বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত, (খ) **বিশুদ্ধ বিষয়গগত চিন্তন** যা কিনা প্রত্যক্ষ গোচর বিষয় ব্যাতিরেকে অপরাপর বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত, (গ) **আধ্যাত্মিক চিন্তন** যা কিনা যা বিষয়গত সঙ্গে সম্পর্কিত এবং (ঘ) **অধিবিদ্যক চিন্তন** যা কিনা কোন বিষয় নিরপেক্ষ কথনযোগ্য বিষয় এর সঙ্গে সম্পর্কিত এই চারটি স্তরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উচ্চতম স্তর। বস্তুতপক্ষে, কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য দর্শনকে এমন এক উচ্চতম স্তর থেকে অনুধ্যান করতে চেয়েছিলেন যেখানে স্বতঃ প্রামাণিকের সত্যতাকেই কেবলমাত্র প্রতীকী অবধারণের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। ফলস্বরূপ উন্নীত হওয়া যাবে সেই চরম ও পরম স্বতঃ প্রামাণিকতার স্তরে যেখানে 'am' এবং 'is' এর কোন পার্থক্য করাই চলে না।

এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্যই হল এই সংক্ষিপ্ত বিষয়টিরই সহজভাবে উপস্থাপন।

মূলশব্দ: কথনযোগ্য, চিন্তযোগ্য, আক্ষরিক চিন্তন, তাত্ত্বিক চিন্তন, স্বতঃ প্রামাণিক, সত্তা

© 2023 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

ভারতীয় দর্শনকে সনাতন আখ্যা দেওয়ার অন্যতম কারণই হল সময়ের সাথে সাথে ভারতীয় দর্শনের নব নব রূপে আত্মপ্রকাশ। ভারতীয় মতে, জীবনের চরম ও পরম সত্য এক এবং অপরিবর্তনীয়। কিন্তু ঐ সত্যকে অনুভব করার যে উপায় তা কালের সঙ্গে সংগতি রেখে বারে বারেই পরিবর্তিত হয়েছে। ফলস্বরূপ, ভারতীয় দর্শন আজও নতুন ও চিত্তাকর্ষক। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্যনীয় যে, ভারতীয়রা যে অর্থে 'দর্শন' শব্দটিকে ব্যবহার করে থাকেন, তা আর যাইহোক, পাশ্চাত্যের 'Philosophy'র সঙ্গে অভিন্ন নয়। বরং বলা যায় ভারতীয় অর্থে 'দর্শন' পাশ্চাত্য অর্থে 'Philosophy'র তুলনায় অনেকবেশি জীবনমুখী, অতলস্পর্শী এবং ভাবগভীর। ভারতীয় দর্শন কেবলমাত্র জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ নয়, বরং তার থেকে বেশী কিছু। এটা এমন বেশী কিছু যা পেলে আর কোন কিছুই পাওয়ার থাকে না। তাই ভারতীয় অর্থে দর্শন মানে হল আত্মজ্ঞান লাভ যা মানুষকে এনে দেয় মুক্তি, বুঝতে সাহায্য করে জীবনের উদ্দেশ্য, এনে দেয় পরিপূর্ণতা। মানুষকে করে তোলে প্রজ্ঞাবান।

এই লক্ষ্য মাথায় রেখেই ভারতীয় দর্শন সব সময়েই এগিয়ে চলেছে। তাই ভারতীয় দর্শনে একদিক থেকে যেমন আত্মপ্রকাশ ঘটেছে সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা ও বেদান্ত এই ষড় আস্তিক দর্শন সম্প্রদায়ের বৈদিক চিন্তাভাবনার বিপক্ষে না গিয়ে তেমনই চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন এই তিন নাস্তিক দর্শন সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটেছে বৈদিক চিন্তাভাবনার বিপক্ষে গিয়েই । কিন্তু মূল লক্ষ্য সবার একই—কিভাবে জীবনের উদ্দেশ্যকে পূরণ করা যায়। কালের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দেখা গেছে যে বৈদিক দর্শনের সরাসরি পুনঃপ্রকাশ ঘটেছিল শঙ্করাচার্যের হাত ধরে অদ্বৈতবেদান্ত রূপে যা পরবর্তীকালে যথাক্রমে প্রকাশিত হয় রামানুজের পৃষ্ঠপোষকতায় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ রূপে, নিম্বার্কের তত্ত্বধানে ভেদাভেদবাদরূপে, শ্রী চৈতন্যের হাত ধরে আচিন্ত্যভেদাভেদবাদ রূপে এবং আধুনিককালে রামকৃষ্ণ পরমহংসের হাত ধরে সমন্বয় বেদান্তরূপে। এখানে পুনরায় স্মরণ করা যেতেই পারে যে অদ্বৈত থেকে সমন্বয় বেদান্ত, লক্ষ্য একটাই। আর সেটা হল কি করে মানুষের মুক্তি দেওয়া যায়। এই লক্ষ্য মাথায় রেখেই ভারতীয় দর্শন সর্বদা যুগোপযোগী।

কালের সংস্পর্শে এসে যেমন ভারতীয় দর্শন নিজেকে যুগোপযোগী করে তুলেছে তেমনই অপরাপর ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক মতবাদের নীরিখে ভারতীয় দর্শন তার স্বকীয়তা বজায় রেখেছে। আসলে ভারতবর্ষ যেহেতু বারে বারেই বৈদেশিক শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে সেইহেতু তারও একটা প্রভাব ভারতীয় দর্শনে বারে বারেই পড়েছে। এর মধ্যে বৃটিশ শাসনের প্রভাব ভারতীয় দর্শনে সর্বাধিক লক্ষ্য করা যায়। এই পাশ্চাত্য ভাবধারা ভারতীয় শিল্প, সংস্কৃতি, দর্শন ইত্যাদিতে সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেললেও যে কয়েকজন ভারতীয় দার্শনিক ভারতীয় দর্শনকে পাশ্চাত্য ঔপনিবেশিক চিন্তাধারার হাত থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন তার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য (১৮৭৫-১৯৫০) ছিলেন অন্যতম। তিনি যে শুধুমাত্র তৎকালীন পাশ্চাত্য চিন্তাধারার মূল্যায়ণ করেই ক্ষান্ত ছিলেন তা নয়, কতকগুলো বিষয়ে

© 2023 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

ভারতীয় চিন্তাধারাকে নতুনভাবে উপস্থাপন করেন। উল্লেখ্য যে, তার এই উপস্থাপন ছিল ইংরাজী ভাষাতেই। এই সকল উপস্থাপনীয় বিষয়গুলির মধ্যে অন্যতম ছিল 'দর্শন' বলতে কী বোঝায় ? এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্যই হল কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য দর্শন বলতে কি বুঝিয়েছেন তার একটি সহজ সরল রূপ প্রতিপাদন করা। কেননা, তিনি যখন কোন বিষয়কে বলতেন তা ছিল অতি সহজ, কিন্তু লেখার সময় ঐ বিষয়টি ছিল ঠিক এর বিপরীত অর্থাৎ ঐ বিষয়টি হয়ে যেত যেমনি দুরুহ তেমনি যারপরণাই জটিল। এই কারণেই বোধ হয় তার সুযোগ্য পুত্র গোপীনাথ ভট্টাচার্য 'Krishnachandra Bhattacharya Studies in Philosophy (Vol-I & II)' নামক গ্রন্থের ভুমিকায় মন্তব্য করেই ফেললেন, 'But when he wrote, he often became a different man. He seemed to lose his expensiveness, became reserved and instead of lucidity he tried almost aphoristic in the expression. Far from developing a point, he was content just to act down a cryptic thesis living the bewildered reader to elucidate for himself as the best he could.'[১] অর্থাৎ তিনি যখন লিখতেন তখন তিনি সম্পূর্ণ অন্য রকমের মানুষ। তিনি কোনভাবেই নিজেকে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত না করে এতটাই অধরা রাখতেন যে সেখানে সহজ সরল শব্দ ব্যবহারের স্থানে হেঁয়ালি মিশ্রিত শব্দের ব্যবহার হত বেশী। তিনি কোন একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার কথা না ভেবে পাঠক বর্গকে এমন ঘূর্ণিপাকের মধ্যে ছেড়ে দিতেন যে পাঠককেই তখন আপন সিদ্ধান্ত নিতে হত।

উপরিউক্ত ভাবনাচিন্তার স্বপক্ষে বলা যেতে পারে, আর যাই হোক, দর্শন সবার জন্য নয়। এই কারণে বেদান্তে 'অধিকারী' শব্দটির ব্যবহার হয়ে উঠেছে গুরুত্বপূর্ণ। ভিটগেস্টাইনও মনে করতেন দর্শন চর্চার জন্য উপযুক্ত হতে হয়। এ্যারিস্টটলও তাই দাবী করতেন যে দর্শন মানে হল সেই শাস্ত্র যেখানে চর্চার জন্য চর্চা করা হয় অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়। যাইহোক কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের দার্শনিক আলোচনার স্বকীয়তা থাকলেও দুর্বোধ্যতার কারণেই তাঁর দর্শনের উপরে খুব বেশী একটা আলোচনা পাওয়া যায় না। ইংরাজী ভাষাতে তবুও দু-একটা পাওয়া গেলেও বাংলা ভাষাতে তো নয়ই। পাশ্চাত্যের Philosoiphy ও ভারতীয়দের দর্শনের ছোঁয়ার বাইরেও যে দর্শনকে সম্পূর্ণ এক আলাদা দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ব্যাখ্যা করা যায় তার পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন ১৯৩৬ সালে তাঁর লিখিত প্রবন্ধ 'The Concept of Philosophy' তে। তাঁর এই স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গীকে কল্যাণ বাগচী মহাশয় 'phenomenology of consciousness and language'[২] বলেছেন। সোজাকথায়, আমরা এই দৃষ্টিভঙ্গীকে 'linguistic phenomenology of consciousness' বলতেই পারি।

কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের দর্শন আলোচনার পূর্বে যেটা না উল্লেখ করলেই নয়, সেটি হল তিনি অপরাপর দার্শনিকদের মত কোন দার্শনিক সমস্যাকে তুলে ধরে তার সমাধান কীভাবে করা যায় সেই পথে না

© 2023 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

গিয়ে দর্শন বলতে কী বোঝায় সেই বিষয়টিকেই আপাদ-মস্তক নতুন ভাবে উপস্থাপন করেন। যা দর্শন সম্পর্কে, কী ভারতীয়, কী পাশ্চাত্য উভয় ক্ষেত্রেই এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। ফল স্বরূপ আমরা লক্ষ করি যে দর্শন কী এবং কেন, অপরাপর বিষয়ের সঙ্গে এর সম্পর্ক কোথায়, দর্শনের যে শাখাগুলি রয়েছে সেগুলির মধ্যে পরস্পরের সম্পর্ক কেমন হবে ইত্যাদি বিষয়গুলি এক নতুনরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।

তিনি দর্শনকে একেবারে চরম স্তর থেকে অনুধ্যান করে বলেন, এটি হল সেই সকল আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার অকৃত্রিম প্রকাশ যেখানে বিমূর্ত অধিবিদ্যার চর্চার মাধ্যমে স্বতঃপ্রমাণিত বিষয়ের স্বতঃপ্রমাণিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। 'স্বতঃপ্রমাণিত বিষয়ের স্বতঃপ্রমাণিত ব্যাখ্যা'র ইংরাজী রূপটি হল 'self-evident elaboration of the self-evident'। উল্লেখ্য যে দর্শনকে এইভাবে, আর যাইহোক, কোন পাশ্চাত্য বা ভারতীয় দার্শনিক দেখেন নি। তবে কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের দর্শন সম্পর্কে এই যে স্বকীয় চিন্তাভাবনা তা যে একেবারেই উদ্দেশ্য বিহীন ছিল তা নয়। তৎকালীন সময়ে পাশ্চাত্য দর্শনে সর্বাপেক্ষা বেশী প্রভাব পড়েছিল ইমানুয়েল কান্টের এবং যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের। যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীরা একদিক থেকে যেমন অধিবিদ্যাকে ধুয়ে মুছে সাফ করে দিতে চাইছিলেন, পাশাপাশি দর্শনকেও তাঁরা বিজ্ঞানে উন্নীত করতে চেয়েছিলেন। আর কান্ট তো দর্শন চর্চা বলতে মুলতঃ জ্ঞানসংক্রান্ত বিজ্ঞানকেই বুঝতেন। কান্ট এবং যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীরা উভয়েই দর্শনকে দেখেছেন একেবারে জ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। এককথায়, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী হতে। যেখানে বিশুদ্ধ দর্শনের ফ্লেভারটাই অনুপস্থিত। দর্শন মানেই যেন এক অসম্পূর্ণ বিজ্ঞান।

কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য উপরিউক্ত দর্শন সম্পর্কিত কান্ট এবং যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের ধ্যান-ধারণা খণ্ডন করতে গিয়ে সরাসরি কান্টের বিরুদ্ধে গিয়ে বলেন, 'self বা আত্মা হল এমন এক অতীন্দ্রিয় সত্তা যাকে জানা যায় না, কিন্তু চিন্তা করা যায় এবং 'self বা আত্মা হল নৈতিক বিশ্বাসের ভিত্তি'—কান্টের এই মতামত ভিত্তিহীন এবং অযৌক্তিক। তিনি বলেন, self বা আত্মাকে নৈতিক বিশ্বাসের আবশ্যিক ভিত্তি ভূমি এই কারণে বলা ঠিক নয় যে self বা আত্মা ধী-শক্তি বা Reason এর দ্বারা লব্ধ idea বা ধারণা নয়। self বা আত্মা হল এমন এক সত্য যাকে জানতে হয়। আর এই সত্যতাকে জানতে গেলে শুরুটা করতে হবে নৈতিকতার বাইরে এসে অর্থাৎ জ্ঞানীয় স্তরেই। তাই তিনি বলেন, self বা আত্মাকে জানা যায়, কিন্তু চিন্তা করা যায় না।

Self বা আত্মাকে জানা যায়, কিন্তু চিন্তা করা যায় না এই ব্যাপারে বিশদ আলোচনা করার পূর্বে দেখে নেওয়া যাক কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য দর্শন বলতে ঠিক কি বোঝাতে চাইছেন। আগেই বলা হয়েছে যে, দর্শন হল সেই সকল আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার অকৃত্রিম প্রকাশ যেখানে বিমূর্ত আধিবিদ্যার চর্চার মাধ্যমে

© 2023 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

স্বতঃপ্রমাণিত বিষয়ের স্বতঃপ্রমাণিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। সোজাসুজি ইংরাজীতে—self-evident elaboration of self-evident। দর্শন সম্পর্কে কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের এই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, দর্শন অবশ্যই চরম ও পরম সত্যকে নিয়ে আলোচনা করে, তবে এই চরম ও পরম সত্তাই যে চরম ও পরম সত্য সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই । কিন্তু এই চরম ও পরম সত্তা ও সত্যতা এক নয় । বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট করার জন্য গোপীনাথ ভট্টাচার্য 'Krishnachandra Bhttacharyya Studies in Philosophy' গ্রন্থের ভুমিকায় বলেন, 'It may be 'truth' as in *Advaita-Vedānta*, it may be what truth is not or the absolute 'freedom' beyond being as in the so-called nihilistic Buddhism, it may again be 'value', or the indetermination of truth or freedom as in Hegel.'[৩] অর্থাৎ এই 'সত্য' এমনও হতে পারে, যা অদ্বৈত বেদান্তের 'সত্য'; কিংবা এটি এমনও হতে পারে, যা সত্যই নয়, অথবা সত্তাতিক্রমী শূন্যবাদী বৌদ্ধদের সেই চরম ও পরম 'মুক্তি'; কিংবা এই সত্যকে আবার বলা যেতে পারে 'মূল্য' অথবা হেগেলের দর্শনের সেই অনির্ধারিত সত্যতা বা স্বাধীনতা। আর theoretic consciousness বা তাত্ত্বিক চেতনার সাহায্যেই এই চরম ও পরম সত্তাকে জানা যায়। theoretic consciousness বা তাত্ত্বিক চেতনা বলতে একদিক থেকে কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য যেমন সেই বিষয় বোধকেই বুঝিয়েছেন যাদের ভাষায় ব্যক্ত (speak-able) করা যায়; অপরদিক থেকে তিনি বলেন, এই ভাষায় ব্যক্তযোগ্য বোধে অবশ্যই বিশ্বাসের বিষয়বস্তু থাকবে।[৪] সোজা কথায়, ভাষায় ব্যক্তযোগ্যতার পূর্বশর্তই হল বিশ্বাস। তাই তিনি দাবী করেন, কোন কিছুকে অবিশ্বাস করতে গেলেও তার একটা বিশ্বাসযোগ্য বিষয় লাগে। এই কারণে তিনি আর একটু এগিয়ে গিয়ে দাবী করেন যে তাত্ত্বিক চেতনার (theoretic consciousness) সঙ্গে সেই বিষয়টিই সংশ্লিষ্ট থাকবে যেখানে এই রকম বলা যাবে যে belief in something as known অর্থাৎ যাকে জ্ঞাত বলে বিশ্বাস করা যায়। তাত্ত্বিক চেতনা (theoretic consciousness) স্পষ্ট হবে তখনই যদি আমরা আক্ষরিক চেতনা (literal consciousness) বলতে কি বোঝায় তাকে বুঝি। আক্ষরিক চেতনার (literal consciousness) প্রকাশ লক্ষ করা যায় প্রকৃত অবধারণ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। প্রকৃত অবধারণ হল সেটাই যেখানে বিধেয়টি এমন উদ্দেশ্য সম্পর্কে ব্যবহৃত হয় যাকে আমরা আগেই বিশ্বাস করে থাকি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়—যখন আমরা বলি যে, 'গোলাপ হয় লাল', তখন আমরা একথা প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাস করি যে গোলাপ বাস্তবিকই লাল। এখানে যেটা উল্লেখ না করলেই নয় সেটা হল— আক্ষরিক চেতনায় (literal consciousness) যে সকল অবধারণগুলি ব্যবহৃত হয় সেগুলি বাস্তব ব্যাপার বিষয়ক অর্থাৎ এই অবধারণগুলি ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার ফসল। যার ফলে এই অবধারণগুলি একদিক থেকে যেমন তথ্য ধর্মী, অপরদিক থেকে বিষয়গত। কিন্তু তাত্ত্বিক চিন্তনের (theoretical thinking) ক্ষেত্রে, কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য মনে করেন, এই সকল অবধারণগুলি একদিকে থেকে যেমন বাস্তব ব্যাপার বিষয়ক নয়, তেমনই অপরদিক থেকে

© 2023 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

আবার অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীলও নয়। কারণ এক্ষেত্রে যা স্বতঃপ্রামাণিক (self-evident) রূপে পরিচিত তাই-ই স্বতঃপ্রামাণিক (self-evident) দ্বারা প্রকাশিত হয়। শুধুমাত্র তাই নয়, এই সকল অবধারণের মাধ্যমে যেহেতু কোন ব্যক্তি-মনের বিশ্বাস প্রকাশিত হয় না, সেহেতু এই অবধারণগুলি কেবলমাত্র আকারগতভাবে কথনযোগ্য, প্রকৃত অবধারণ নয়, অবধারণের আভাসমাত্র।

বলাই বাহুল্য এই যে, স্বতঃপ্রামাণিক (self-evident) এর যথাযথ ব্যাখ্যা পাওয়া তখনই সম্ভব যদি এবং কেবল যদি স্বতঃপ্রামাণিক (self-evident) এর দ্যোতনা Absolute বা চরম ও পরম হয়। যেহেতু Absolute বা চরম ও পরম এর বাইরে কিছুই নেই সেহেতু এটির পরিচয় দেওয়ার জন্য যে অবধারণই ব্যবহার করা হোক না কেন তা কখনই তথ্যধর্মী বাস্তব ব্যাপার বিষয়ক অবধারণ তো নয়-ই বরং বলা যায় এগুলি হবে নিছকই প্রতীকী অবধারণ (symbolic judgement)। কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য এ প্রসঙ্গে বলেন, ভাষায় এই সকল অবধারণ এর প্রকাশ নেহাতই প্রতীকী (symbolic) হওয়ায় এদের প্রকৃত বাস্তব ব্যাপার বিষয়ক অবধারণ না বলে আপাত অবধারণ বলাই শ্রেয়। আর দর্শনের অবধারণই হল এই আপাত অবধারণ। কারণ দর্শনের বিষয়ই হল Absolute বা চরম ও পরম। এখানে যে বিষয়টি কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য বলতে চান সেটি হল—দর্শনের বিষয় Absolute বা চরম ও পরম হওয়ার কারণে আর সব কিছুই Absolute বা চরম ও পরমের অন্তর্গত হওয়ায় একটি অবধারণে যে বিধেয় তা সবসময়েই পূর্বস্বীকৃত হতে বাধ্য। আর তাই এদের শুধুমাত্র প্রতীকী অবধারণ (symbolic judgement) সাহায্যে বলা যায় (speakable), কিন্তু কখনই তথ্যধর্মী জ্ঞান বিষয়কতা বিশিষ্ট (literally thinkable) নয়। আর তাই বলা যায়, এই আপাত অবধারণগুলিকে জ্ঞেয়মান বলে বিশ্বাস করতে হয় (believed to be known) কিন্তু কখনই জ্ঞেয়মান বলে প্রকাশ (said to be known) করা যায় না। আবার এই আপাত অবধারণগুলি কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের মতে, উক্ত (spoken) কিন্তু উক্ত হয়েছে (spoken of) এইরকম নয়।

কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য মনে করেন যে, দর্শনে যদিও বা আক্ষরিক চিন্তনের (literal thought) জায়গায় তাত্ত্বিক চিন্তনের (theoretic thought) উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়; তাহলেও এই ধরণের চিন্তন একেবারেই শীর্ষস্থানীয় চিন্তন যা কিনা অতীন্দ্রিয় চিন্তন (transcendental thought) নামে পরিচিত এবং এই জাতীয় চিন্তনের বিষয়বস্তুই হল Absolute বা চরম ও পরম । এই শীর্ষস্থানীয় চিন্তন ছাড়াও, কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের মতে, আধ্যাত্মিক চিন্তন (spiritual thought), বিশুদ্ধ বিষয়গত চিন্তন (pure objective thought) এবং অভিজ্ঞতাভিত্তিক চিন্তন (empirical thought) রয়েছে। এদের মধ্যে অভিজ্ঞতাভিত্তিক চিন্তন (empirical thought) সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরের হলেও বিজ্ঞানে ব্যবহৃত তথ্যধর্মী, অভিজ্ঞতা ভিত্তিক অবধারণগুলি এই চিন্তনের অন্তর্গত। বিজ্ঞান কখনই স্বতঃনির্ভরশীল (self-subsistent) চিন্তন নয় কারণ বিজ্ঞান কখনই জ্ঞেয় যোগ্যতা (know ability) এবং

© 2023 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

উপযোগিতার (usability) বাইরে যেতে পারে না। তাছাড়া পরমসত্তার (Ultimate Reality) স্বরূপ সম্পর্কেও বিজ্ঞান উদাসীন থাকে।

দর্শন আসলে বিজ্ঞানের মেনে নেওয়া বিষয়গুলিকে নিয়ে প্রশ্ন তোলে এবং এই সকল বিষয়ের স্বরূপ নির্ধারণের জন্য অনুমান মূলক তত্ত্বের (speculative theory) অনুসরণ করে। দর্শনের চিন্তাধারা হয় অনুধ্যানাত্মক (contemplative) কিংবা নান্দনিক (aesthetic); কখনই উদ্দেশ্যাত্মক নয়। এই কারণে গোপীনাথ ভট্টাচার্য ঠিকই বলেছেন, 'Science may be said to be 'predatory' in so far as it believes that the object exists only to be used or exploited and the concept of self-subsistent object is taken by the author (here K.C. Bhattacharyya) to be the first corrective that Philosophy offers of the predatory outlook of the scientific intellect.'[৫] অর্থাৎ বিজ্ঞানকে পরাশ্রয়ী বলা যেতেই পারে কেননা বিজ্ঞান এটাই বিশ্বাস করে যে বিষয়ের অস্তিত্ব আছেই কাজে লাগা বা শোষিত হওয়ার জন্য, কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য মনে করেন, দর্শন যখন স্বতঃপ্রামাণিক বিষয়ের ধারণা স্বরূপ নির্ধারণ করতে চায় তখন দর্শনে বৈজ্ঞানিক বোধবুদ্ধির মত পরাশ্রয়ী চিন্তাভাবনার কোন স্থান নেই। কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের মতে, বিজ্ঞান মাত্রই কারুর দ্বারা উক্ত (spoken of) কিন্তু কখনই উক্ত (spoken) নয়। কেননা বিজ্ঞান তথ্যধর্মী হওয়ায় কোন উক্ত আকারের (spoken form) মুখাপেক্ষী নয়। যে কোন স্বতঃপ্রমাণিত (self-evident) বিষয়ই হল অবিমিশ্র দার্শনিক চিন্তনের বিষয়বস্তু। এই কারণে কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য বলেন, 'Philosophical Contents are, indeed, believed to be self-evident and that self-evident means what is independent of the spoken belief of an individual mind. This independence of speaking is, however, a part of their meaning.'[৬] অর্থাৎ দার্শনিক বিষয় এমন যেগুলি স্বতঃপ্রমাণিত বলে বিশ্বাস করা হলেও এই স্বতঃপ্রমাণিত বিষয়গুলি কোন ব্যক্তিমনের ব্যক্ত বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল নয়। আর এই যে ব্যক্তিমন নিরপেক্ষতা এটাই হল এই সকল স্বতঃপ্রমাণিত বিষয়ের অর্থ।

তিনি মনে করেন, বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে যে তফাৎ তা নিহিত রয়েছে আক্ষরিক চিন্তন (literal thinking) এবং তাত্ত্বিক চিন্তন (theoretical thinking) এই দুই এর পার্থক্যের মধ্যে। আক্ষরিক চিন্তনের (literal thinking) বিষয়বস্তুই হল বাস্তব ব্যাপার সম্পর্কিত যেগুলি কিনা উদ্দেশ্য ও বিধেয় বিশিষ্ট অবধারণের আকার রূপে প্রকাশিত হলেও ব্যক্তিমানুষের বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু দর্শনের ক্ষেত্রে Absolute-ই হল মুখ্য যা 'self-evident elaboration of the self-evident' বা স্বতঃপ্রমাণিত বিষয়ের দ্বারাই স্বতঃ প্রমাণের বিবরণ। এক্ষেত্রে যেটা প্রয়োজন সেটা হল সুগভীর অনুধ্যান যার মাধ্যমে এই সত্তাকে জানা যায় বলে বিশ্বাস করা হয়। শুধুমাত্র ভাষা ব্যবহারের

© 2023 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

সীমাবদ্ধতার জন্য, যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য বলেন, যা স্বতঃপ্রমাণিত তাকে স্বতঃপ্রমাণিত বিষয়ের মাধ্যমেই বিবরণ দেওয়া সম্ভব, তবে প্রতীকী অবধারণ ব্যবহারের মাধ্যমে। সনৎ কুমার সেন মহাশয় এ প্রসঙ্গে বলেন, "The distinction between literal or empirical thought and symbolic thought enables Bhattacharyya to demarcate philosophy from that of science or commonsense. Scientific thought is literal or empirical as concerned with facts, to which perception or sense experience is invariably relevant—directly or indirectly. Philosophy is not concerned with facts; nor is sense experience is relevant for philosophical description or for setting philosophical disputes. Philosophy is sustained by symbolic thought in which speaking is necessarily involved.[৭] অর্থাৎ আক্ষরিক বা অভিজ্ঞতা ভিত্তিক চিন্তন এবং প্রতীকী চিন্তনের মধ্যে যে পার্থক্য তা ভট্টাচার্যকে দর্শন ও বিজ্ঞান বা লোকায়ত অভিমতের মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছে। বৈজ্ঞানিক চিন্তন আক্ষরিক বা অভিজ্ঞতা ভিত্তিক কেননা এই চিন্তন বাস্তব মুখাপেক্ষী তো বটেই তাছাড়া এর সঙ্গে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে প্রত্যক্ষ বা ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা নিবিড় ভাবে সংযুক্ত থাকে। অপরপক্ষে, দর্শনে ঘটনা তাৎপর্যপূর্ণ যেমন নয়, তেমনই দার্শনিক বর্ণনা বা দার্শনিক সমস্যা সমাধানের জন্য ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতাও গুরুত্বহীন। দর্শনের ভিত্তিই হল প্রতীকী চিন্তন যেখানে উক্ত হওয়াটা (spoken) খুবই জরুরী।

সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে দর্শনকে বিজ্ঞানের স্তরে উন্নীত করার কোন প্রয়োজনই নেই। কেননা, দর্শনের বিষয়বস্তুই বিজ্ঞান অপেক্ষা উচ্চতর, পাশাপাশি গভীরতর এইকারণে যে দর্শন পরম সত্তার স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করে। আবার দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী পুরোপুরি আলাদা। কারণ বিজ্ঞানে লাভক্ষতির দিকটাই মুখ্য আর দর্শনের মুখ্য হল পরম সত্তার স্বরূপ উপলব্ধি। যা আর যাই হোক কেবলমাত্র অধিকারীদের জন্য। কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের দর্শন সম্পর্কে এই মনোভাব মনে করিয়ে দেয় বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক Wittgenstein এর Culture and Value নামক রচনার সেই উক্তি — "The decent thing to do is: put a lock on the doors that attracts only those who are able to open it and is not noticed by the rest."[৮] অর্থাৎ এই রকম করাই ভালঃ দরজায় তালা লাগিয়ে দাও আর যারা ঐ তালা থাকা সত্ত্বেও আকৃষ্ট হবে তাহলে তারাই ঐ তালা খুলতে সক্ষম হবে; সকলেই নয়।

যাইহোক, বিশুদ্ধ বিষয়গত চিন্তন (pure objective thought) প্রত্যক্ষের আওতাভুক্ত বিষয় ব্যতিরেকে সম্পর্কযুক্ত এবং আধ্যাত্মিক চিন্তনের (spiritual thought) কোন নির্দিষ্ট বিষয় না থাকায় এই চিন্তন স্বাভাবিক ভাবেই বিষয়ীগত। কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য যখন বলেন যে, আত্মা (self) জ্ঞেয়যোগ্য

© 2023 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

(knowable), কিন্তু চিন্তনযোগ্য (thinkable) নয়; তখন কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য জ্ঞেয়যোগ্য (knowable) শব্দটি এক বিশেষ অর্থে ব্যবহার করে থাকেন। পাশ্চাত্য দর্শনের নিয়মানুযায়ী কোন একটি বচনকে আমি জানতে পারব তখনই যদি দেখা যায় যে ঐ বচনটি সত্য হয়, সত্য বলে বিশ্বাস করা হয়, এবং ঐ সত্য বিশ্বাস সম্পর্কে পর্যাপ্ত যুক্তি থাকে। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের কাছে জ্ঞেয়যোগ্য (knowable) মানে হল — যাকে জানা যায় বলে বিশ্বাস করা যায় (believed to be known), কথনযোগ্য (speak-able) এবং যা কিনা তাত্ত্বিক চিন্তনের বিষয় হলেও প্রতীকী রূপে কথনযোগ্য। কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য এও বলেন, এটা এমন যা কিনা উক্ত (spoken), কিন্তু কারুর দ্বারা উক্ত (spoken of) নয়। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, যা জানা যায় (fact) তাকে জানা যায় (said to be known) বলে বলা যায় এবং তা কারুর দ্বারা উক্ত (spoken of) পাশাপাশি ব্যক্তি মানুষের উক্ত বিশ্বাস (spoken belief)। এই প্রেক্ষিতে বলা যায় আত্মা (self) হল তাই যা তাত্ত্বিক চিন্তনের (theoretical consciousness) বিষয়, কখনই আক্ষরিক চিন্তন (literal consciousness) এর বিষয় নয়। তাছাড়া আত্মা (self) হল কেবলমাত্র কথনযোগ্য (speak-able) কোন ব্যাক্তি মানুষের উক্ত বিশ্বাসের (spoken belief) নয় তো বটেই, বরং এটি হল স্বতঃপ্রামাণিক (self-evident)। আত্মা (self) স্বতঃপ্রামাণিক (self-evident) হওয়ায় প্রতীকী অবধারণের মাধ্যমেই কথনযোগ্য (speak-able)। আত্মা (self) আবার চিন্তনযোগ্য (thinkable) নয় কারণ এটি আক্ষরিক চিন্তনের (literal consciousness) আওতায় পড়ে না। ঘটনাই (fact) কেবলমাত্র আক্ষরিক চিন্তনের (literal consciousness) অন্তর্গত হতে পারে।

কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যকে অনুসরণ করে বলা যায় যে দর্শন হল — self-evident elaboration of the self-evident বা স্বতঃপ্রামাণিকের স্বতঃপ্রামাণিক বিবরণ এবং এক্ষেত্রে ব্যক্তি মানুষের মন নিরপেক্ষ বিশ্বাস নির্ভর উক্তির কোন স্থান নেই। তাই স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন করা যায়, দর্শনের এই বিষয়বস্তু যা কিনা স্বতঃপ্রামাণিকের স্বতঃপ্রামাণিক বিবরণ তাকে কীরুপে প্রকাশ করা যাবে? এর উত্তরে তিনি বলেন, **বিষয়গত**, **বিষয়ীগত** বা **আধ্যাত্মিক** এবং **অতীন্দ্রিয়** এই তিন প্রকার দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যেই স্বতঃপ্রামাণিকের স্বতঃপ্রামাণিক বিবরণ দেওয়া যেতে পারে। বিষয়গত দৃষ্টিভঙ্গীর বিষয়বস্তু হল এমন স্বতঃপ্রামাণিক যা কিনা 'ক হয় খ এর মধ্যকার সম্পর্ক' এই রূপে বলা যায়। 'আমি হই' — এই ভাবে বিষয়ীগত বা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেওয়া যায়। আর সব শেষে সত্যতা হল অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিভঙ্গীর বিষয়বস্তু। যখন একটি বাস্তব ব্যাপার বিষয়ক অবধারণ আমরা রচনা করি তখন সেটি উদ্দেশ্য ও বিধেয় এই দুই এর সম্পর্কের মাধ্যমে উক্ত হলেও সেটি নির্দেশ করে ঐ উদ্দেশ্য ও বিধেয় এর সম্পর্কের বাইরে গিয়ে কোন বিষয় বা ঘটনাকে। যেমন – যখন বলা হয় 'গোলাপটি লাল', তখন আসলে বাস্তবে যে গোলাপ লাল সেই বিষয়টিকেই বোঝান হয়। কিন্তু প্রতীকী অবধারণ যা দর্শনে ব্যবহৃত হয় সেখানে কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের মতে, সেই অবধারণ উদ্দেশ্য-বিধেয়াত্মক, স্বতঃপ্রামাণিক কিন্তু

© 2023 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

বাস্তব মুখাপেক্ষী নয়। এটি বাস্তব মুখাপেক্ষী না হয়েও বিষয়গত এই কারণে যে এটি কোন ব্যক্তিমানুষের মনসাপেক্ষ বিশ্বাস নির্ভর উক্তি নয়, পাশাপাশি এটা প্রকৃত অবধারণ দ্বারা কথনযোগ্য। আবার যখন বিষয়ীগত স্বতঃপ্রামাণিক দৃষ্টিভঙ্গীর কথা বলা হয় তখন সেখানে এমন সত্তার কথা বলা হয় যা বিষয়ীগতভাবে আনন্দের উপলব্ধি বহন করে। এই দৃষ্টিভঙ্গীতে, বিষয়গতভাবের প্রকাশ সরাসরি হলেও এর বিষয়বস্তু বিষয়গত। আর পরিশেষে, অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিভঙ্গীর বিষয় সত্য হওয়ায় তা প্রতীকের মাধ্যমেই প্রকাশযোগ্য।

উপরের আলোচনা থেকে যা স্পষ্ট তা হল তিন প্রকার দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে—বিষয়গত, বিষয়ীগত এবং আধাত্মিক। আর এই দৃষ্টিভঙ্গীগুলির বিষয় বস্তুও তিন প্রকার — স্বতঃপ্রামাণিক, সত্তা ও সত্যতা। এই তিন প্রকার দৃষ্টিভঙ্গী ও তিন প্রকার বিষয় এর সাপেক্ষে, কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য দর্শনের স্তরবিন্যাস তো করেইছেন, পাশাপাশি সাবেকী চিন্তা ধারার দ্বারা পুষ্ট দর্শনের শাখাগুলিকে এই স্তরের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। প্রথম স্তরটি হল—বিষয়ী নিরপেক্ষ দর্শন (philosophy of the object) যেখানে অধিবিদ্যা, যুক্তিবিদ্যা, অভিজ্ঞতা ভিত্তিক মনোবিদ্যা এবং নীতিবিদ্যা অন্তর্গত। বিষয়ীগত দর্শন (philosophy of the subject) যার আওতায় আসবে বিষয়ীগত সত্তা এবং পরিশেষে সত্যতার দর্শন (philosophy of the truth) যার অন্তর্গত হল পরম সত্তা। যদিও অধিবিদ্যা ও যুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে বিষয়গত নিরপেক্ষতা সাধারণরূপে থাকে তাহলেও অধিবিদ্যা এবং যুক্তিবিদ্যা এক নয়। উক্ত ঘটনা (spoken fact) এবং উক্ত স্বতঃপ্রামাণিক (spoken self-evident) এর মধ্যে যে সাধারণ অবশ্য স্বীকার্য উক্তি সৃষ্টিকারী আকার থাকে, যুক্তিবিজ্ঞান ঐ সকল আকারগুলিরই যথাযথ উপস্থাপন। অপরপক্ষে, অধিবিদ্যার বিষয়বস্তু পুরোপুরিভাবে স্বতঃপ্রামণিক। এখানে উল্লেখ্যনীয় যে স্বতঃপ্রামাণিক কথাটি বাহ্যিক (extrinsic) এবং আভ্যন্তরীণ (intrinsic) এই দুটি অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। যা আভ্যন্তরীণ (intrinsic) স্বতঃপ্রামাণিক তা জ্ঞেয়যোগ্যতার বা ব্যবহার যোগ্যতার সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ায় তা বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। কিন্তু দর্শনের যা বিষয়বস্তু তা বাহ্যিক এবং এর সঙ্গে জ্ঞেয় যোগ্যতার বা ব্যবহার যোগ্যতার কোন সম্বন্ধ নেই। গোপীনাথ ভট্টাচার্য তাই বলেন, "In science, however, the object is just what is known and though it may be unknown, there is no question of its being unknowable."[৯] অর্থাৎ বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু এমন যা জ্ঞেয় এবং যদিও এই জ্ঞেয় বিষয়টি যদি প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞেয়ও হয় তাহলে এই অজ্ঞেয়তার কারণ নিয়ে বিজ্ঞানের কোন মাথা ব্যথা নেই।

পরিশেষে এটাই বলা যায় যে, যুক্তিবিদ্যা এবং অধিবিদ্যা উভয়েই চিন্তনের আকার নিয়ে মাথা ঘামালেও অধিবিদ্যার ক্ষেত্রে আনন্দঘন (enjoying) চিন্তনের উপস্থিতি থাকে। যেখানে প্রাথমিক ভাবে

© 2023 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

'I' বা আমিত্বের অনুভুতি থাকলেও পরবর্তীকালে শুধুমাত্র Absolute বা চরম ও পরম সত্তার অনুভুতিই থাকে যা কিনা প্রতীকীরূপেই কথনযোগ্য।

References

১. Bhattacharyya, Gopinath. ed. *Krishnachandra Bhattacharyya Studies in Philosophy*. Vols. I & II (3rd Edition), Delhi: Motilal Banarasidas Publishers, 2008. p. XXVIII

২. Bagchi, Kalyan. *The Philosophy of Krishnachandra Bhattacharyya Encounters and Creative Constructions*. Kolkata: Calcutta University, 2013. p.129

৩. Bhattacharyya, Gopinath. ed. *Krishnachandra Bhattacharyya Studies in Philosophy*. Vols. I & II (3rd Edition), Delhi: Motilal Banarasidas Publishers, 2008. p. XXVIII

৪. 'What is disbelieve must be, to start with, a believe content'—From 'The Concept of Philosophy' in Bhattacharyya, Gopinath. ed. *Krishnachandra Bhattacharyya Studies in Philosophy*. Vols. I & II (3rd Edition), Delhi: Motilal Banarasidas Publishers, 2008. p. 463

৫. Bhattacharyya, Gopinath. ed. *Krishnachandra Bhattacharyya Studies in Philosophy*. Vols. I & II (3rd Edition), Delhi: Motilal Banarasidas Publishers, 2008. p. XXVII

৬. তদেব, পৃ. ৪৬৫

৭. Sen, Sanat Kumar. *Thinking and Speaking in the Philosophy of K.C. Bhattacharyya*, Indian Philosophical Quarterly, Volume VIII, Number III, Pune: Pune University, 1981. p. 330

৮. Wright, Von, Henrik, George & Hikki, Nyman. ed. *Ludwig Wittgenstein Culture & Value*. Oxford: Black Well, 1988. p. 10

৯. Bhattacharyya, Gopinath. ed. *Krishnachandra Bhattacharyya Studies in Philosophy*. Vols. I & II (3rd Edition), Delhi: Motilal Banarasidas Publishers, 2008. p. XXVII

© 2023 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore